সূচিপত্র

রুহানি শক্তি বৃদ্ধির আমল 4

সূরা ফাতিহার যাকাত 4

শরীর বন্ধের আমল 5

জিন ও যাদু পরীক্ষার আমল 5

১) নং আমলঃ- 5

২) নং আমলঃ- 5

৩) নং আমলঃ- 6

৪) নং আমলঃ- 6

জিন হাজির করার আমল 6

১) নং আমলঃ- 6

২) নং আমলঃ- 6

৩) নং আমলঃ- 7

৪) নং আমলঃ- 7

৫) নং আমলঃ- 7

জিন আটকানোর আমল 7

১) নং আমলঃ- 7

২) নং আমলঃ- 8

৩) নং আমলঃ- 8

৪) নং আমলঃ- 8

হেচারঃ 8

জিন কে শাস্তি দেওয়ার আমল 8

১) নং আমলঃ- 9

২) নং আমলঃ- 9

৩) নং আমলঃ- 9

৪) নং আমলঃ- 9

৫) নং আমলঃ- বালিশ পিটিয়ে শাস্তি দেওয়ার আমল 9

৬) নং আমলঃ- জিনের মাথায় গরম পানি ঢেলে শাস্তি দেওয়ার আমল 9

৭) নং আমলঃ- জিনের শরীরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার আমল 10

৮) নং আমলঃ- 10

৯) নং আমলঃ- 10

১০) জিনের কলিজায় অথবা গলায় চাপ দেওয়ার আমল 10

১১) জিনকে ময়লা পানি খাওয়ানোর আমল 10

১২) জিনকে লোহার শিকল দিয়ে পেচানোর আমল 11

যাদু নষ্ট করার আমল 11

১) নং আমলঃ- 11

২) নং আমলঃ- কবিরাজ অথবা ইবলিশের সাথে কানেক্ট বিচ্ছিন্ন করার আমল 11

৩) নং আমলঃ- 11

৪) নং আমলঃ- 11

মুমিন জিনকে তলোয়ার দেওয়ার আমল 11

মুমিন জিনকে খাবার খাওয়ানোর আমল 11

কবিরাজের থেকে জিনকে আজাদ করার আমল 11

জিন ধরে আনার আমল 12

জিনের পিতা-মাতা অথবা সরদার কে হাজির করার আমল 12

যাদু-টোনা ও জিনকে স্পষ্ট দেখার আমল(চিরনি অভিযান) 12

রোগী ছাড়া অন্য ব্যক্তির চোখ খোলার আমল 12

১) নং আমলঃ- 12

২) নং আমলঃ- 12

৩) নং আমলঃ- 12

৪) নং আমলঃ- 13

৫) নং আমলঃ- 13

৬) নং আমলঃ- 13

জেলখানা তৈরি করার আমল 13

মুমিন জিন অথবা মোয়াক্কেল কে চেয়ার দেওয়ার আমল 13

জিনের উপর বজ্র ফেলানোর আমল 13

জিনের গায়ে জাহান্নামের পোশাক পরানোর আমল 13

জিনকে গরম পানিতে চুবানোর আমল 14

জিনকে পাথর বানিয়ে রাখার আমলঃ- **14**

জিনকে পাথর মেরে শাস্তি দেওয়ার আমলঃ- **14**

জিন জবাই করার আমল **14**

১) নং আমলঃ- 14

২) নং আমলঃ- 14

৩) নং আমলঃ- 14

৪) নং আমলঃ- 14

৫) নং আমলঃ- 14

জীনকে বোতলে বন্দীর আমল **15**

১ম আমলঃ 15

২য় আমলঃ 15

৩য় আমলঃ 15

৪ র্থ আমলঃ 15

জীনের কারনে বোবা হয়ে গেলে তাকে সুস্থ করার আমলঃ **15**

১ম আমলঃ 15

২য় আমলঃ 16

৩য় আমলঃ 16

পানির মধ্যে জীন হাজির করার আমলঃ **16**

তুলা রাশি চেক করার আমলঃ **17**

১ম আমলঃ 17

২য় আমলঃ 17

৩য় আমলঃ 17

জীনের কারনে অতিরিক্ত/অনিয়মিত মাসিক বন্ধের আমলঃ **18**

১ম আমলঃ 18

২য় আমলঃ 18

শারিরিক সমস্যার কারনে অতিরিক্ত/অনিয়মিত মাসিক বন্ধ করার আমলঃ **18**

যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের মাসিক নিয়মিত করার আমলঃ **19**

১ জগ পানি 19

যাদুগ্রস্থ হলে যাদু নষ্টের আমলঃ **19**

১ম আমলঃ 19
২য় আমলঃ 19
৩য় আমল 19
৪ আমলঃ 20
যাদু যাদুকরের দিকে ঘুরিয়ে দিতেঃ 20
পেটে খাওয়ানো যাদু নষ্টের আমলঃ 21
যাদু/বান কাটার আমলঃ 21
মুমিন জীনের সাথে বন্ধুত্ব করার আমলঃ 21
মোয়াক্কেল আনার আমলঃ 22

জিন ও জাদু চিকিৎসার ধারাবাহিক আমল

যেকোনো ক্লাস অথবা পড়া শুরু করার আগে রব্বি জিদনি ইলমা ৩বার এবং সূরা ত্বোহা এর ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ নং আয়াত পাঠ করবে ।

রুহানি শক্তি বৃদ্ধির আমল

অদৃশ্য শক্তির সাথে লড়াই করতে আমাদের রুহানি শক্তি বৃদ্ধির আমল করতে হবে। রুহানি শক্তি যত বেশি হবে কাজের সফলতা তত বেশি হবে ।

প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের পর নির্দিষ্ট কোন একটি জায়গায় পশ্চিম দিকে মুখ করে চোখ বন্ধ করে ইস্তেগফার একশতবার এবং দুরুদ শরীফ একশত বার পড়তে হবে।

সূরা ফাতিহার যাকাত

এশার নামাজের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন একটি জায়গায় একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত নিচের আয়াতগুলো পাঠ করতে হবে।

১) ইস্তেগফার ১১ বার।

২) দুরুদ শরীফ ১১ বার।

৩) সুরা ফাতেহা ৪১ বার।

৪) দুরুদ শরীফ ১১ বার।

শরীর বন্ধের আমল

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস পড়ে, হাতে ফুক দিয়ে সারা শরীরে মাসাহ করবে। একইভাবে ৩ বার করতে হবে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে শরীর বন্ধের জন্য আয়তুল কুরসি একবার, সূরা কাফিরুন একবার, সূরা ইখলাস একবার, সূরা ফালাক একবার, সূরা নাস একবার পড়ে, হাতে ফুক দিয়ে সারা শরীরে মাসাহ করবে।

জিন ও যাদু পরীক্ষার আমল

১) নং আমলঃ-

রোগীকে সামনে বসিয়ে এক গ্লাস পানি নিয়ে প্রথমে একটু খাওয়াবে এবং রোগীকে জিজ্ঞেস করবে যে, পানি কেমনঃ- উত্তর স্বাভাবিক হবে। অতঃপর নিচের দোয়া গুলো পড়ে দ্বিতীয়বার আবার পানি খাওয়াবে। এখন জিজ্ঞেস করবে পানি কেমন, যদি সে বলে তিতা লাগে, তাহলে জিনের সমস্যা। আর যদি টক বলে, তাহলে জাদুর সমস্যা। আর যদি স্বাভাবিক থাকে, তাহলে ডাক্তারি সমস্যা।

দোয়াগুলো এইঃ-

১) দুরুদে ইব্রাহিম ১১ বার।

২) আয়াতুল কুরসি তিনবার পড়ে তিনবার ফুঁক দিবে।

৩) সূরা ইউনুস একবার পড়ে ফুক দিবে।

৪) দুরুদে ইব্রাহীম ১১ বার পড়বে।

বিঃ দ্রঃ এমন ভাবে ফুক/দম দিতে হবে যেন মুখের কিছু থুথু পানিতে পৌঁছায় এটি রোগীর চোখের আড়ালে করাই উত্তম।

২) নং আমলঃ-

উপরোক্ত ১ নং আমলের মতোই এই আমলগুলো করবে, শুধু দোয়া গুলো ভিন্ন।

দোয়াগুলো এইঃ-

১) দুরুদ শরীফ ১১ বার ।

২) বিসমিল্লাহর শহীদ সূরা ফাতিহা এগারোবার পড়িবে এবং প্রতিবারে ফুক দিবে।

৩) আয়াতুল কুরসি ১১ বার এবং প্রতিবারে ফুক দিবে।

৪) সূরা কাফিরুন, ইখলাছ, ফালাক, নাস ১১ বার পড়িবে এবং প্রতিবারে ফুক দিবে।

৫) দুরুদ শরীফ ১১ বার।

৩) নং আমলঃ-

উভয় ওযুর শহীদ কেবলা মুখী হবে এবং রোগীর ডান হাতে আরবিতে ওয়াও, সিন, ইয়া, ত্ব, র, মিম, কালো কালি দিয়ে লিখবে এবং রোগীকে ওই লেখার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে যদি লেখাটিকে লাল দেখতে পায় তাহলে জিনের সমস্যা, আর যদি অন্য কোন কালার হয় তাহলে জাদুর সমস্যা।

৪) নং আমলঃ-

একটি তসবিতে সুঘ্রাণ লাগিয়ে নিচের দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন একটা জায়গায় ৪০ দিন পর্যন্ত আমল করতে হবে অতঃপর ওই তাসবিহ দাঁড়া বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবে।

যেকোনো বৃহস্পতিবারে আমলটি শুরু করতে হবে।

১) দুরুদ শরীফ **১১** বার পড়িবে।

২) আউযুবিল্লাহ পড়ে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন এভাবে সুরাটি শুরু করবে এবং ৫ নাম্বার আয়াত **১**০০ বার পাঠ করবে, অতঃপর বাকি আয়াত শেষ করবে।

৩) দুরুদ শরীফ **১১** বার পড়িবে।

জিন হাজির করার আমল

১) নং আমলঃ-

দুরুদ শরীফ তওবা প্রত্যেক আমলের সাথেই পড়তে হবে

১) সূরা ফাতিহা ৭ বার পড়ে একবার ফুক দিবে।

২) কাফিরুন ৭ বার পড়ে একবার ফুক দিবে।

৩) ইখলাস ৭ বার পড়ে একবার ফুক দিবে।

৪) ফালাক ৭ বার পড়ে একবার ফুক দিবে।

৫) নাস ৭ বার পড়ে একবার ফুক দিবে।

২) নং আমলঃ-

১) সূরা ফাতিহা ১বার।

২) সূরা নমল ৩০, ৩১ নং আয়াত।

৩) সুরা বাকারার **১**৪৮ নম্বর আয়াতের শেষের অংশ আইনামা থেকে শুরু ক্বদির শেষ।

৩) নং আমলঃ-

১) সূরা ফাতিহা একবার ।

২) সূরা আর রহমান ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ নম্বর আয়াত পড়ে ফুক দিতে থাকতে হবে।

৪) নং আমলঃ-

রোগীর বাম কানে নিচের আয়াতগুলো হাতের কর গুণে পড়তে থাকবে এবং মাথা থাপ্পর দিতে থাকবে।

১) সুরা সোয়াদ এর ৩৪ নং আয়াত ৭বার পড়ে ১বার দম।

২) সুরা বুরুজ এর ১০ নং আয়াত ৭বার পড়ে ১বার দম।

যদি হাজির না হয় তাহলে একই নিয়মে ডান কানে ফুক দিবে।

৫) নং আমলঃ-

নিজের ডান হাত দিয়ে রোগীর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল চেপে ধরে সুরা ফাতেহা এক বার এবং আয়াতুল কুরছি অনর্গল পড়তে থাকবে যতক্ষণনা জিন হাজির হয়।

জিন আটকানোর আমল

জিন রোগীর গায়ে হাজির হওয়ার আলামত হচ্ছে, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং মোদাব্বিরের দিকে তাকাতে না পারা। জিন হাজির হওয়ার পর প্রথমেই জিনের যাদু নষ্ট করতে হবে কারণ জিন চেষ্টা করে যাদুর মাধ্যমে মোদাব্বিরকে ক্ষতি করা এবং নিজেকে প্রটেক্ট করে।

যাদু নষ্ট করার জন্য প্রথমে সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসি পড়ে রোগীর গায়ে ফুক দিতে হবে।

১) নং আমলঃ-

ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলি রোগীর চারদিকে ঘুরাতে হবে ঘড়ির কাঁটার উল্টা দিকে এবং জিনকে বলতে হবে তোমাকে পবিত্র কোরআনের শক্তিতে রোগীর গায়ে আটকানো হলো । এরপর সূরা আর রহমানের ৩৫ নম্বর আয়াত এবং আয়াতুল কুরসি পড়ে রোগীর বামপাশের উপর থেকে নিচের মাটি পর্যন্ত ফুঁক দিতে হবে একইভাবে ডান পাশে। এরপর মাথা থেকে নিচের মাটি পর্যন্ত ফুঁক দিবে এবং বলবে তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত যাইতে পারিবে না।

২) নং আমলঃ-

জিনকে বলতে হবে তোমাকে পবিত্র কোরআনের শক্তিতে রোগীর গায়ে আটকানো হলো। ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলি রোগীর চারদিকে ঘুরাতে হবে ঘড়ির কাঁটার উল্টা দিকে এবং সুরা তারিক এর শেষের তিন আয়াত তিনবার পড়ে তিনবার ফুঁক দিতে হবে এবং বলবে তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত যাইতে পারিবে না।

৩) নং আমলঃ-

নিজের শাহাদাত আঙ্গুল চোখের সামনে রেখে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ৩বার বলে ৩বার ফুক দিবে, ঐ আঙ্গুল ঘুরিয়ে রোগীর ডান পাশে এনে ওয়াল্লাহুআলাকুল্লি শাইইনক্বদির পড়বে একটি তুরি দিবে এবং ফুঁক দিবে, একই নিয়মে বাম পাশে করবে, এবং শরীরে করবে।

৪) নং আমলঃ-

পাঁচ হাত কালো সুতা নিয়ে মাঝখান দিয়ে ভাজ করে তিনবার দুরুদ শরীফ পড়বে এবং সূরা ত্বারিকের শেষের তিনটি আয়াত পড়ে সুতার মাথায় একটি গিরা দিবে এবং একবার ফুঁক দিবে এভাবে ২৫ টি ফুঁক দিয়ে ২৫ টি গিরা দিবে, যখন জিন হাজির হবে সাথে সাথে রোগীর ডান হাতে বেঁধে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে যেন টেনে ছিড়তে না পারে।

হেচারঃ

১) হেচার দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে সম্পূর্ণ একটি লোহার ছুরি নিতে হবে যার সাথে কোন প্লাস্টিক থাকবে না, এরপর দুরুদ শরীফ তিনবার এবং আয়াতুল কুরসি সাতবার পড়ে সাতবার ফুঁক দিবে, উক্ত ছুরি দিয়ে আয়াতুল কুরসি পড়তে পড়তে চারদিক দিয়ে দাগ দিবে তাহলে হয়ে যাবে।

২) দুরুদ শরীফ তিনবার পড়ে আয়াতুল কুরসি পড়তে পড়তে শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে চার দিকে দাগ দিলে হয়ে যাবে।

জিন কে শাস্তি দেওয়ার আমল

জিন হাজির হওয়ার পর সে যদি কথা না বলে প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করবে সে বোবা কিনা, যদি বলে বোবা তাহলে ইশারাতেই তার সাথে কথা বলবে, আর যদি বলে বোবা না তাহলে জিজ্ঞেস করবে কোন কবিরাজ তাকে জাদুর মাধ্যমে বোবা বানিয়ে রাখছে কিনা, যদি জাদুর মাধ্যমেই বোবা বানিয়ে রাখে তাহলে সূরা ওয়াকিয়ার ৮৩ নাম্বার আয়াত পরে একবার ফুঁক দিবে, না হলে দুবার অথবা তিনবার দিলেই জবান খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

১) নং আমলঃ-

সরিষার তেলে প্রথমে তিনবার দূরুদ শরীফ পড়ে সুরা জিন এর প্রথম ৫ আয়াত পড়ে ফুঁক দিবে, এভাবে পাঁচবার ফুক দিয়ে ওই তেল দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা রোগীর কানে চেপে ধরবে।

২) নং আমলঃ-

এক থেকে দেড় হাত পরিমাণ একটা ডালিম গাছের ডাল নিতে হবে তার ওপর দুরুদ শরীফ সাতবার পড়ে এবং সূরা বুরুজের ১০ নম্বর আয়াত একবার পরে ফুঁক দিবে এভাবে সাতবার পড়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফুঁক দিতে হবে এবং ঐ ডাল দ্বারা রোগীর গায়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দেবে এবং মনে করবে আমি সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে জিনের গায়ে আঘাত করতেছি।

৩) নং আমলঃ-

একটা ডালিম গাছের ডাল নিয়ে সাত বার দরুদ শরীফ পড়বে এরপর সূরা তারিক এর শেষের তিন আয়াত পরে ফুঁক দিবে এইভাবে পঁচিশবার পরে ফুঁক দিবে এবং রোগীর ছায়ার উপর আঘাত করবে।

৪) নং আমলঃ-

প্রথমে ৩ বার দুরুদ শরীফ পড়ে নেবে এরপর সূরা ফাতিহা পড়ে পানিতে একবার ফুঁক দিবে এরপর আয়াতুল কুরসি পড়ে একবার ফুঁক দিবে এরপরে সুরা জিন এর প্রথম পাঁচ আয়াত পড়ে একবার ফুঁক দিবে ওই পানি মুখে ছুঁড়ে মারলেন কষ্ট পাবে।

৫) নং আমলঃ- বালিশ পিটিয়ে শাস্তি দেওয়ার আমল

দুরুদে ইব্রাহিম একবার। ইসমে আজম তিনবার পড়ে বালিশে ৩বার ফুঁক দিবে, সূরা ফাতিহা তিনবার পড়ে ৩বার ফুঁক দিবে, সূরা মুমিনুন শেষের চার আয়াত ৩বার ফুঁক দিবে এর পর বালিশে আঘাত করবে এবং মনে করতে হবে আমি জিনকে পেটাচ্ছি, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে আঘাত করবে।

৬) নং আমলঃ- জিনের মাথায় গরম পানি ঢেলে শাস্তি দেওয়ার আমল

সূরা দুখান এর ৪৮ নং আয়াত পড়বে এবং হাত মুঠ করে নিয়ত করবে আমি জিনের মাথায় পানি ঢালতেছি এবং ই হাদ রোগের মাথার উপর পানি ঢালার মতো অভিনয় করবে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে রোগের মাথায় পানি ঢালতে হবে।

৭) নং আমলঃ- জিনের শরীরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার আমল

কোন জীবিত প্রাণীকে আগুনে পুরানো ইসলামে সমর্থন করে না, তাই সরাসরি আগুনে না পড়িয়ে এই নিয়ত করবে যে তাকে আগুনের তাপ দেওয়া হোক, আর আমলটি হচ্ছে সূরা বুরুজের ১০ নং আয়াত একবার পড়ে ফুঁক দিবে আর নিয়ত করবে আল্লাহ তার শরীরে আগুনের তাপ দেওয়া হোক, এবং শাস্তি কমিয়ে দেওয়ার আমল হচ্ছে সূরা ইয়াসিনের ৫৮ নম্বর আয়াত পড়ে বলবে আল্লাহ তার শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হোক।

৮) নং আমলঃ-

রোগী ওই মাটির থাকা ডান হাতে মুঠো করে নিয়ে চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকবে থাকতে বলবে এবং নিয়ত এই বলে এই রোগের সাথে যে জিনগুলো থাকো এবং আসর করো তারা পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ যে প্রান্তেই থাকো রোগীর চোখের সামনে হাজির হও সুরা মুমিনুন এর শেষের চার আয়াত পড়ে একবার দম এছাড়া ইসমে আজম পড়ে যদি বলা হয় আল্লাহ তার শরীরে আগুনের তীব্র যন্ত্রণা দেয়া হোক তাহলে সে আগুনের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করবে ইনশাআল্লাহ।

৯) নং আমলঃ-

যদি তান্ত্রিক জিন হয়, যার সাথে পেরে ওঠা কঠিন, সে শাস্তি অনুভব করছে না, তখন রোগীর বাম কানে সাতবার আজান দিবে, একবার সুরা ফাতেহা, ফালাক, নাছ, আয়াতুল কুরসি এবং সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে, সূরা ত্বারিক সম্পূর্ণ একবার পড়বে, ছুরা ছফফাত একবার পড়বে। এতে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

সূরা কিয়ামাহ এর ৮ নং আয়াত পড়ে যদি বলা হয় তোমার দু'চোখ আল্লাহর হুকুমে বন্ধ করে দেয়া হোক তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

১০) জিনের কলিজায় অথবা গলায় চাপ দেওয়ার আমল

বিসমিল্লাহ বলে সুরা তারিক এর শেষ তিন আয়াত পড়ে নিয়ত করবে ওর গলায় চাপ দেওয়া হোক এবং হাত আস্তে আস্তে মুঠ করবে।

১১) জিনকে ময়লা পানি খাওয়ানোর আমল

সূরা ইব্রাহীম এর ১৬ নং আয়াত পড়ে দম দিয়ে নিয়ত করবে আর বলবে হে আল্লাহ ওকে ময়লা পানি খাওয়ানো হোক ।

১২) জিনকে লোহার শিকল দিয়ে পেচানোর আমল

সূরা হাক্কা এর ৩০ নং আয়াত পড়ে নিয়ত করবে এবং বলবে ওকে লোহার শিকলে পেচানো হোক।

যাদু নষ্ট করার আমল

১) নং আমলঃ-

সূরা ইউনুস ৮১ এবং ৮২ নং আয়াত পড়ে রোগীর শরীরে দম দিলে জিনের যাদু নষ্ট হয়ে যাবে।

২) নং আমলঃ- কবিরাজ অথবা ইবলিশের সাথে কানেক্ট বিচ্ছিন্ন করার আমল

সূরা তাওবা ১ নং আয়াত পড়ে ফু দিলে কবিরাজ অথবা ইবলিশের সাথে অথবা অন্য যে কোন তান্ত্রিক এর সাথে কানেট নষ্ট হয়ে যাবে।

৩) নং আমলঃ-

সূরা আল ইমরানের ৫৪ নং আয়াত অথবা যুখরুফ এর ৭৯ নং আয়াত অথবা রহমানের ২৬ নং আয়াত পড়লে অথবা আয়াতুল কুরসি পড়তে থাকলে জিনের যাদু নষ্ট হয়ে যায় এবং জাদুতে কাজ করে না।

৪) নং আমলঃ-

সূরা রহমানের ২৬ নং আয়াত পড়ে ফু দিলে যাদু ও তাবিজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মুমিন জিনকে তলোয়ার দেওয়ার আমল

জিনকে হাত পাতিয়ে সূরা নিসা এর ৭১ নং আয়াত পড়ে ফুঁক দিলে তলোয়ার এবং যুদ্ধের পোশাক চলে আসবে।

মুমিন জিনকে খাবার খাওয়ানোর আমল

ইসমে আজম অথবা ইয়া রাজ্জাক তিনবার পড়ে ফু দিলে যে নিয়ত করে সাহায্য চাবে সেই খাবার চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কবিরাজের থেকে জিনকে আজাদ করার আমল

সূরা নামল এর ৫৩ নং আয়াত পড়ে ফু দিলে আজাদ হয়ে যাবে।

জিন ধরে আনার আমল

জিন ধরে আনার জন্য সূরা নামল এর ৩০, ৩১ নং আয়াত এবং সূরা বাকারা ১৪৮ নং আয়াতের শেষ অংশ।

জিনের পিতা-মাতা অথবা সরদার কে হাজির করার আমল

আইনামা ছুকিফু ইয়া'তিবি কুমুল্লাহু জামিয়া ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইনক্কদির এটা পড়ে হাত টান দিলেই চলে আসবে।

যাদু-টোনা ও জিনকে স্পষ্ট দেখার আমল(চিরনি অভিযান)

সূরা যিলযাল এর ৭ ও ৮ নং আয়াত পড়ে ফু দিলে যাদু-টোনা অথবা দুষ্টু জিনকে স্পষ্ট দেখা যাবে।

রোগী ছাড়া অন্য ব্যক্তির চোখ খোলার আমল

১) নং আমলঃ-

উভই ওযুর শহীদ থাকবে এবং জিনকে রোগীর চোখের সামনে হাজির হতে বলতে হবে। এরপর একবার এসতেগফার ও দুরুদ শরীফ পড়বে। ইসমে আজম তিনবার পড়ে তিনবার দম এবং সূরা ফাতিহা তিনবার পড়ে তিনবার দম। সূরা আর রহমানের ৩৩ ৩৪ ৩৫ এবং ৩৬ নং আয়াত তিনবার পড়ে তিনবার দম। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করবে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা যদি সে সাদা দেখতে পায় তাহলে সূরা কফ এর ২২ নং আয়াত পড়ে ফু দিলে স্পষ্ট দেখতে পারবে।

২) নং আমলঃ-

রোগীর চোখ খোলার আমল

একবার এসতেগফার ও দুরুদ শরীফ পড়বে। ইসমে আজম তিনবার পড়ে তিনবার দম এবং সূরা ফাতিহা তিনবার পড়ে তিনবার দম। সূরা নাস পড়তে পড়তে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাছ এই আয়াত পড়তে থাকবে এবং দাম দিতে থাকবে।

৩) নং আমলঃ-

পবিত্র একটি মাটির চাকা নিয়ে সূরাতুল মুজাম্মিল সাতবার পড়ে সাতটি দম দিতে হবে। রোগীকে ওই মাটির চাকা ডান হাতে মুঠ করে নিয়ে চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকতে বলবে। এরপর এই বলে

জিনকে ডাকবে যে, এই রোগীর সাথে যে জিনগুলো থাকো এবং আসর করো, তারা পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ যে প্রান্তেই থাকো রোগীর চোখের সামনে হাজির হও।

৪) নং আমলঃ-

৩৩ আয়াত পড়ে ফু দিলে রোগীর চোখ খুলে যায়।

৫) নং আমলঃ-

রোগীর কপালে বৃদ্ধাঙ্গুল ঠেকিয়ে সালামুন আলা নুহিন ফিল আলামিন বারবার পড়তে থাকলে এবং ফুঁ দিতে থাকলে চোখ খুলে যায়।

৬) নং আমলঃ-

রোগীর মাথার উপর হাত রেখে আয়াতুল কুরসি পড়তে থাকলে এবং ফুঁ দিতে থাকলে চোখ খুলে যায়।

জেলখানা তৈরি করার আমল

ইসমে আজম পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে হবে যে ইয়া রাব্বুল আলামিন যত নাফারমান জিন এবং জালিম জিন আছে, যারা মানুষদেরকে ক্ষতি করে এবং মানুষের ঈমান আমল নষ্ট করে এদেরকে বন্দী করার জন্য আমাকে একটি জেলখানা দান করো।

মুমিন জিন অথবা মোয়াক্কেল কে চেয়ার দেওয়ার আমল

সূরা গসিয়ার ১৩ নং আয়াত পরে নিয়ত করে ফুঁক দিলে চলে আসবে ইনশাল্লাহ।

জিনের উপর বজ্র ফেলানোর আমল

সূরা যারিয়াত এর ৪৪ আয়াত এবং এর ১৩ নং আয়াত।

জিনের গায়ে জাহান্নামের পোশাক পরানোর আমল

সূরা ইব্রাহীম এর ৫০ নং আয়াত পড়ে ফু দিতে হবে।

জিনকে গরম পানিতে চুবানোর আমল

সূরা ওয়াকিয়ার ৪২ নং আয়াত পড়ে ফু দিতে হবে।

জিনকে পাথর বানিয়ে রাখার আমলঃ-

সূরা বানিইসরাইল এর ৫০ নং আয়াত পড়ে ফুঁক দিবে।

জিনকে পাথর মেরে শাস্তি দেওয়ার আমলঃ-

সূরা ফিল এর ৪ নং আয়াত পড়ে ফুঁক দিবে।

জিন জবাই করার আমল

জিনকে প্রথমেই জবাই করবে না তাকে বুঝাবে জাহান্নামের ভয় দেখাবে সর্বশেষ যদি না ভালো হয় তখন জবাই করবে

১) **নং আমলঃ-**

সূরা বাকারার **১৭৮** এবং **১৮৯** নং আয়াত পড়তে থাকবে এবং বাম হাত দিয়ে ডান হাত ধারাতে থাকবে এরপর একবার পড়ে হাতে একবার দম দিবে একইভাবে তিনবার করবে।

২) **নং আমলঃ-**

একই নিয়মে সূরা বাকারা **২৮৫** ও **২৮৬** নং আয়াত পড়ে ফু দিলে ছুরি হয়ে যায়।

৩) **নং আমলঃ-**

একই নিয়মে সুরা তারিক **১৫, ১৬** ও **১৭** নং আয়াত পড়ে ফু দিলে ছুরি হয়ে যায়।

৪) **নং আমলঃ-**

আয়াতুল কুরসি তিনবার পড়ে তিনবার দম দিলেও ছুরি হয়ে যাবে।

৫) **নং আমলঃ-**

সূরা আহযাবের ৬৯ নং আয়াতের শেষে অংশ পড়ে ফুঁক দিলে ছুরি হয়ে যাবে। হাতে ফুঁক না দিলেও চলবে তবে ফুঁক দেওয়া ভালো।

বিঃ দ্রঃ নিয়ত থাকতে হবে এক কোপ দিয়ে জবাই হয়ে যাওয়ার।

জীনকে বোতলে বন্দীর আমল

১ম আমলঃ

জীনকে শাস্তি দেয়া শেসে জবাইর আগে বলবো "তোর সামনে দুইটা পথ খোলা আছে হয় জবাই হওয়া/সেচ্ছায় বোতলে এসে বন্দী হওয়া। বহু জীন এসে জানের ভয়ে বোতলে বন্দী হবে। জীন যখন বোতলে প্রবেশ করবে বোতল টা একটু ভাড়ী হয়ে যাবে জীন প্রবেশের পর। এটাই হচ্ছে বোতলে বন্দীর সহজ নিয়ম। আর রোগী অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখন সূরা ফাতিহা পড়ে রোগীকে দম দিলে জ্ঞান ফিরবে।

এরপর বোতলের মুখে ভালো করে টেপ পেচাবে। পেচানোর আগে আয়াতুল কুরসী ১ বার পড়ে দম+৪ কুল ১ বার পড়ে দম.এই বোতল টা নির্দিষ্ট একটি নিরাপদ স্থানে মাটিতে পুতে রাখবেন।

২য় আমলঃ

বোতলের মুখটা রোগীর মুখে ঢুকিয়ে সূরা নমলের ৩০, ৩১ আয়াত বারবার পড়বে। জীন বোতলে প্রবেশ না করলে রোগীর পিঠে থাপ্পড় দিবে আর পড়বে "উখরুদ ইয়া আদু আল্লাহ লানাতুল্লাহি ওয়াল মালা ইকাতিহ ওয়ান্নাসি আজমাঈন"

৩য় আমলঃ

আগে রোগীর শাহাদাত আঙুলের মাথা লাল একটা সুতা দিয়া পেচাবেন যাতে আংগুলের মাথায় রক্ত জমা হয়ে লাল হয়ে যায়। এরপর আংগুলের মাথায় ১টা ফুটা করলে দু'এক ফোটা রক্ত বোতলে পড়বে বলতে থাকবে ওয়ালা " ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়্যাল আলিয়্যুল আযীম" রোগী জ্ঞান হারাবে।

৪ র্থ আমলঃ

বোতলে মুখ ঢুকিয়ে সুরা বাকারার ১৪৮ নং আয়াতের শেষংশ কয়েকবার পড়বে.জীন যদি বোতলে না যায় তখন রোগীর পিঠের উপর মৃদু থাপড়াবে আর বলবে "উখরুদ ইয়া আদু আল্লাহ লানাতুল্লাহি ওয়াল মালাইকাতিহ ওয়ান্নাসি আজমাঈন "

জীনের কারনে বোবা হয়ে গেলে তাকে সুস্থ করার আমলঃ

১ম আমলঃ

১ জগ পানি নিয়ে দুরুদে ইব্রাহীম -১ বার কাফ-হা-ইয়া-আইন-ছদ- ৫ টি হরফ। ২৩ বার পড়বে। ২৩ বার দম দিবে। হা-মীম-আঈন-সীন-ক্বফ ২০ বার পড়ে ২০ টা দম পানিতে। সুরা তোহা পুরোটা- ২

বার ২ দম। বনী ইসরাইলের ৮২ নং আয়াত ২ বার পড়ে-২ টা দম। সুরা ইয়াসীনের ১ম মোবিন ১ বার পড়ে ১ টা দম। এই দম করা পানিটা মুখে নিয়ে ৫ মিনিট রাখবে এরপর গিলে ফেলবে। এ সময় রাকী রোগীর পিঠে থাপ্পড় দিবে আর পড়বে "উখরুদ ইয়া আদু আল্লাহ,,,,," এভাবে কয়েকবার পান পান করবে আর মাঝে মাঝে আল্লাহু-আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে বলবে। ইনশাআল্লাহ কয়েকবার করলেই গলার স্বর বাড়বে। কথা বলতে পারবে।

২য় আমলঃ

১ জগ পানি নিয়ে দুরুদে ইব্রাহীম -১বার। সুরা জীনের ১ম ৫ আয়াত ৭ বার ৭ টা দম। বনী ইসরাইলের ৮২ নং আয়াত ৭ বার ৭ দম। সুরা ইমরানের ৫৪ নং আয়াত ৭ বার ৭ দম। ফালাক ৭ বার। নাস ৭ বার। এই পড়া পানি টা হাতে নিয়ে গলায় সুন্দরভাবে মালিশ করবে আর পড়বে "আউযুবিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক" আর গলায় দম দিবে।এভাবে কিছুক্ষন করলে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ্ হয়ে যাবে।

৩য় আমলঃ

এই আমল জীনের কারনে বোবা রোগী সুস্থ+যাদের ১-২ মাসের বাচ্চা নস্ট হয়ে যায় তাদের জন্য করলে ভালো ফল মেলে।দুই টা কাজই করবে।যখন যে উদ্দেশ্য তখন সেই নিয়ত করে আমল টা করবে। ১ কলস পানি নিবে।মাটির কলস/নদীর ভাটার পানি/বৃস্টির পানি/মসজিদের পানি হলে ভালো হয়।পানি নিয়ে দুরুদে ইব্রাহীম -১বার।সুরা ইয়াসীনের ১ম মোবিন ১ বার পড়ে ১ টা দম।সুরা ইয়াসীনের ১ম-২য় মোবিন ১ বার পড়ে দম।এভাবে ক্রমান্বয়ে ৭ম মোবিন শেষ করবে।এই পড়া পানি ২ ভাগ করে ১ ভাগ দিয়ে ১ টা গোসল করাবে আর ১ ভাগ ৪০ দিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা পান করবে।গোসল টা নদীতে বা পুকুরে করালে ভালো হয় তাহলে গোসলের পানি টা কারো পায়ে পাড়ানো হবে না।

পানির মধ্যে জীন হাজির করার আমলঃ

জীনগ্রস্থ রোগীকে সামনে বসিয়ে ১ পেয়ালা পানি কাসার প্লেট হলে ভালো হয়।১ টা সাদা কাগজ সুরা মুজাম্মিল পড়ে দম।১ কাপ সরিষার তেলে সুরা বুরুজের ১০ নং আয়াত পড়ে দম।এরপর কাগজে তেল টা ভালো করে মেখে নিয়ে কাগজ টা একটা সলতার মত বানাবেন।রোগীকে পানির প্লেট টা ধরিয়ে পানির দিকে তাকিয়ে থাকবে রোগী।এরপর কাগজের সলতা টা আগুনে ধরিয়ে দিবেন।এরপর

বলতে হবে এই রোগীর উপর যেসকল জিনের আসর আছে সবাই এই পানিতে রোগির সামনে হাজির হও।

রোগী যদি জীনের/মোয়াক্কেলের কথা শুনতে না পায় তাহলে ৩ বার ইয়া ছামিয়্যু পড়ে দম দিবে অথবা সুরা ত্বোহার ২৮ নং আয়াত "ইয়াফকাহু কাওলী" পড়ে দম দিতে হবে।

তুলা রাশি চেক করার আমলঃ

১ম আমলঃ

যাকে পরীক্ষা করবেন তার হাত মাটিতে রেখে সুরা তারিকের শেস ৩ আয়াত পড়ে দম দিবেন হাতের উপর। তাহলে কিছুক্ষন হাত মাটিতে থাকলে হাত নিজে থেকেই চলা শুরু করবে।তাহলে বুঝবেন তুলা রাশী।

২য় আমলঃ

একটা সাদা কাগজে লাল কালি দিয়ে আরবিতে "ইয়া আল্লাহ" লিখে পরীক্ষার্থীর হাত থেকে দের/দুই হাত দূরে রাখবেন তুলা রাশীর লোক হলে দেখবেন তার হাত অটোমেটিক কাগজের কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

৩য় আমলঃ

হাত মাটিতে রেখে ১ টা পাচ কুলি টুপি ভাজ করে হাতের উপর রাখবেন দেখবেন হাত চলা শুরু করছে।

তুলা রাশির সামনে জীন হাজিরের

আমলঃ পিছনে বোর্ড লাগানো ছবিহীন একটা আয়না। অন্ধকার রুম। সামান্য আলো রাখা যেতে পারে তুলা রাশীর লোক থেকে দূরে।লোকটিকে আগে রাকীর শাহাদাত আংগুল দিয়ে ইশারা করে আয়াতুল কুরশী ১ বার পড়ে একটা দম তাহলে জীনেরা তার শরীরে আসতে পারবে না।ইস্তেগফার -১বার দুরুদে ইব্রাহীম-১বার সুরা ফাতিহা ১বার পড়ে আয়নায় ১ টা দম। আয়াতুল কুরশী ৩ বার ৩ দম।এবার আয়নাটা তুলা রাশীর হাতে দিবেন।এরপর মুমিন জীনদের সরদার দের ডাক দিবেন যে আপনারা আয়নার সামনে হাজীর হোন।একজনও হতে পারে বেশী ও হতে পারে।যদি না আসে কিছুই না দেখে তাহলে সুরা বুরুজের ১০ নং আয়াত ৭ বার পড়ে ৭ টা দম আয়নায়।আর যদি অস্পষ্ট দেখে তাহলে ফাকাশফনা পড়ে আয়নায় ও চোখে দম।

মুমিন জীনের মধ্যে দুস্ট জীন চেনার আমলঃ

তাদের পোশাক কালো করে দেয়ার জন্য সুরা ইমরানের ৫৪ নং আয়াত পড়ে দম দিবেন।
যে মোয়াক্কেল আলহামদুলিল্লাহ বলবে না, ঠিকঠাক কাজ করতে চাইবে না বুঝবেন তারাই দুস্ট জীন/মোয়াক্কেল।

জীন ও যাদুর চিকিৎসা ক্লাসের-১৩ তম দিন (৯/২/২২)

জীনের গায়ে আগুনের ধরিয়ে দেয়া/তাপ দেয়া,গলায়/কলিজায় চাপ দেয়া,জীন জবাই করা। যেটাই করতে চান নিয়ত করে নিচের দোয়া টা পড়ে দম দিলেই হবে ইনশাআল্লাহ। "বিসমিল্লাহি জিসসান,আজিমে বোরহান,সাদীদে সুলতান,মাশায়াল্লাহ মাকান,আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম"

জীনের কারনে অতিরিক্ত/অনিয়মিত মাসিক বন্ধের আমলঃ

১ম আমলঃ

১ জগ পানি (মসজিদ থেকে হলে ভালো হয়) দুরুদে ইব্রাহীম -৩বার
সুরা ফাতিহা ৭ বার পড়ে ৭ দম
সুরা বনী ইসরাইলের ৮২ নং আয়াত ৭বার ৭ দম
সুরা আল-ইমরানের ৫৪ নং আয়াত ৭ বার ৭ দম
এই পানি সকাল সন্ধ্যা ৭ দিন খাবে।

২য় আমলঃ

দুরুদে ইব্রাহীম ৩ বার
সুরা ফাতিহা ৭ বার ৭ দম
সুরা ছোয়াদের ৩৪ নং আয়াত ৪১ বার ৪১ দম
এই পানিটা ৪১ দিন সকাল সন্ধ্যা খাবে।

শারিরিক সমস্যার কারনে অতিরিক্ত/অনিয়মিত মাসিক বন্ধ করার আমলঃ

মেহেদী পাতা ছেচে রস করে ১ চামচ করে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খাবে।
অথবা দুখলা ঘাস (মাঠের চিকন ঘাস) রস করে চিনির সাথে ১ চামচ করে ৭ দিন খাবে।

যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের মাসিক নিয়মিত করার আমলঃ

১ জগ পানি

দুরুদে ইব্রাহীম -৩ বার

সুরা নুরের ৩৫ নং আয়াতের "আল্লা-হু নুরুচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি" ৪১ পড়ে ৪১ দম।

পানি টা ৪১ দিন খাবে সকাল সন্ধ্যা।

টোটকাঃ শারিরিক সমস্যা হলে আতব চালের মার দৈনিক ১ বেলা ৩১ দিন খাবে।

যাদুগ্রস্থ হলে যাদু নষ্টের আমলঃ

১ম আমলঃ

১ জগ পানি। পানিটা নদির পানি বা মসজিদের পানি হলে ভালো হয়।

দুরুদ-৭বার

সুরা ফাতিহা-৭বার ৭ দম

সুরা বাকারার ২৮৫,২৮৬ -৭ বার ৭ দম

সুরা ইউনুস ৮১,৮২ নং আয়াত-৭ বার ৭ দম

ফালাক ৭ বার নাস ৭ বার ৭ দম।

২১ টা বড়ই পাতা বেটে পানিতে মিশিয়ে দিবে।এই পানি টা দিয়ে রোগীকে ২১ দিন গোসল করতে বলবে।পানি মিক্স করা যাবে কোনো সমস্যা নাই।

২য় আমলঃ

জগ বা বোতলে পানি নিয়ে

দুরুদ ৭ বার

সুরা ফাতিহা ৭ বার ৭ দম

সুরা যুখরুখের ৭৯ আয়াত ৭ বার ৭ দম

ফালাক ৩ বার ৩ দম,নাস ৩ বার ৩ দম।

পানিটা দু'ভাগ করে ১ ভাগের সাথে ২১ টা বড়ই পাতা বেটে মিশিয়ে ২১ দিন গোসল দিবে।বাকি ১ ভাগ সকাল সন্ধ্যা ২১ দিন খাবে।

৩য় আমল

তেল পড়া (সরিষার/অলিভওয়েল) নিয়েঃ

দুরুদ ৩বার

সুরা ফাতিহা ৩ বার ৩ দম

আয়াতুল কুরশী ১ বার পড়ে যখন আসবে "ওয়ালা ইয়াউদুহু"*৩ বার পড়তে হবে।এরপর হিফজুহুমা ওয়া হুওয়্যাল আলিয়্যুল আযীম বলে শেষ করবে

সুরা ইখলাস-ফালাক-নাস যথাক্রমে ৩ বার ৩ টা দম দিবে

সুরা জ্বীনের ১ম ৫ আয়াত-৫ বার ৫ টা দম দিবে।

এই তেল টা সকাল সন্ধ্যা ২ বেলা মাখবেন। বালেগ হলে নাভির নিচে মাখা যাবে না।শুধু নাভির উপরে মাখা যাবে।

৪ আমলঃ

১ জগ পানি দুজনের মাঝে রেখে।

দূরুদ ৭ বার,

সুরা ফাতিহার ৫ টি আয়াত প্রতিটি আয়াত পড়বে আর রোগী+পানিতে দম দিবে।এভাবে ৫ টি আয়াত শেষ করবে,

সূরা ফালাকের প্রতি আয়াত পাঠ করবে আর রোগীর শরীরে+পানিতে দম দিবেন।

এভাবে সুরা নাসের ৬ আয়াত শেষ করবেন।

এই নিয়মে ৩ বার পড়বেন।একই সাথে রোগি+পানি রোকাইয়্যা শেষ করে পানিটা রোগীকে ২১ দিন খেতে বলবে। একটু করে পানি বালতিতে মিশিয়ে গোসলও করতে পারবে।

যাদু যাদুকরের দিকে ঘুরিয়ে দিতেঃ

রোগীকে সামনে বসিয়ে দুজনের মাঝে ১ বালতি পানি রেখে।

দুরুদে ইব্রাহীম ৩বার

সুরা ফাতিহা ৭ বার পড়ে ৭ দম পানিতে+রোগীর গায়ে

সুরা ফালাক ১০১ বার পড়ে ১০১ দম পানিতে+রোগীর গায়ে

সুরা নাস ১০১ বার পড়ে ১০১ দম পানিতে+রোগীর গায়ে

পানিটা ৩ ভাগ করে ২১ টা বড়ই পাতা বেটে ২ ভাগের সাথে মিশিয়ে ১ ভাগ সারা বাড়িতে ছিটিয়ে দিবেন আরেক ভাগ দিয়ে ২১ দিন গোসল করবে। বাকি ১ ভাগ সকাল বিকাল ২১ দিন খাবেন।

পেটে খাওয়ানো যাদু নষ্টের আমলঃ

১ জগ পানি+১/হাফ কেজি লবন।

দূরদ -৭বার

সুরা ফাতিহা ১১ বার ১১ দম পানিতে+লবনে

সুরা মুমিনুনের শেষ ৪ আয়াত ১১ বার পড়ে ১১ দম পানিতে+লবনে

ফালাক-নাস যথাক্রমে ১১ বার করে পড়ে দম।

এই পানি সকাল-বিকাল ৪১ দিন খাবে। লবনও ৪১ দিন ভাতের সাথে মিশিয়ে খাবেন।

যাদু/বান কাটার আমলঃ

সরিষার তেল নিয়ে

দূরদ ১১ বার,

সূরা ফাতিহা ১১ বার ১১ দম,

আয়াতুল কুরশী ৭ বার ৭ দম,

ফালাক ও নাস যথাক্রমে ৭ বার করে দম,

সুরা ইয়াসিনের ১ম মুবিন ১১ বার পড়ে ১১ দম।

এই তেল টা ৪১ দিন শরীরে মাখবেন।(নাভীর নিচে না)

মুমিন জীনের সাথে বন্ধুত্ব করার আমলঃ

বৃহঃস্পতিবার দিবাগত রাত্রে (অর্থাৎ জুমার রাত্রে) এশার পর রাত্রি যখন নিরব হয় তখন কিছু সাদা মিষ্টি জাতীয় খাবার ও একটা আতর মসজিদের মেম্বারে/মসজিদের উচু কোনো স্থানে রেখে বলবে "আসসালামুয়ালাইকুম ইয়া কওমি জিন্নাত" ৩ বার বলে আপনাদের জন্য কিছু হাদিয়া আনছি গ্রহন করবেন। এরপর ফযরের পর দেখবেন যে সেগুলো নাই।যদি কোনো মুমিন জীন নিয়ে থাকে তাহলে স্বপ্নে হোক আর বাস্তবে হোক কোনো ইংগিত পাবেন আপনি ইনশাআল্লাহ।

আর সহজ হয় যখন কোনো রোগীর চোখ খোলা হয় তখন বলবেন যে অমুক এলাকার যত মুমিন জ্বীনের সরদার আছেন রোগীর সামনে হাজির হোন।

মোয়াক্কেল আনার আমলঃ

সুরা আনফালের ৯ নং সুরার শেস অংশ, "বিআলফিম মিনাল মালাইকাতি মুরদিফীন" - ১ হাজার আসবে।

সুরা ইমরানের ১২৪ আয়াতের শেষংশ, "বিছালাছাতি আ-লা-ফিম-ফিম মিনাল মালাইকাতি মুনঝালিন" ৩ হাজার আসবে।

যতখুশি তত আনার নিয়তে," ওয়া কা-না হাক্কান 'আলাইনা-নাসরুল মু'মিনীন" অর্থঃ মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (রোম৩০:৪৭ শেষংশ)

৩ জন সুনদরী পরী আনতে, "উহদুরু ইয়া বুসি, ইয়া শুর, ইয়া ছুড়" আপনারা যেখানেই থাকেন আল্লাহর হুকুমে এই রোগীর চোখের সামনে হাজীর হোন।

আহেয়ালা,বাহেয়ালা,জাহেয়ালা,দাহেয়ালা আকাশ-পাতাল ৬ দিকের হুজুরদেরকে (আহবান করছি)%২বার (আল্লাহর হুকুমে)%২বার আপনারা তীর-ধনুক,জলকামান প্রভৃতি নিয়া হাজিড় হোন।

৩/৪ জন আনতে,--"ফাআরছালনাইলাইহা- রুহানাফাতামাছছালা লাহা বাশারান ছাবিইয়া।"
(মারিয়াম১৯:১৭ শেষংশ)
আয়াতুল কুরশীতে একজন আসে।

সুরা মুমিনুনের শেষ ৪ আয়াত পড়লে ৪/৫ জন আসে

সুরা ক্বদরের ৪ নং আয়াত পড়ে দম দিবে আর বলবে এই আয়াতের মোয়াক্কেলগন আল্লাহর হুকুমে দ্রুতো এই রোগীর সামনে হাজির হোন।

সুরা তাকভীরের(৮১) (৮১) ২৩ নং আয়াত ও সুরা ইনতিফারের(৮২) ১০ নং আয়াত পড়েও মোয়াক্কেল আনা যায়।